Semester -3

Course-V (Unit-4)

The Delhi Sultanate in Retrospect

সুফিবাদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ ?

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ ভারতের দুই প্রধান ধর্ম তথা ভারতের ইতিহাসের সমকালীন অধ্যায়ের এক অতীব সাড়া জাগানো ঘটনা। যা বর্তমান যুগের মানুষকেও সমান ভাবে আলোড়িত করেছে।মূলত বাগদাদে আব্বাসিয় বংসের খলিফাদের পতন ও তুর্কিদের উত্থান ঘটলে মানুষের ধ্যান ধারনা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। দশম শতক থেকে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে চারটি ঐতিহ্যবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।এর মধ্যে সব চেয়ে উদার ছিলেন 'হানাফি'সম্প্রদায়।ইসলামের প্রথম পর্বেই রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এরাই ইসলাম ধর্মে যে উদারনৈতিক সংস্কার আন্দলন শুরু করেন সেটাই সুফি আন্দলান নামে খ্যাত।

'সুফি' শব্দটি সফা (পবিএতা)থেকে উদ্ভুত কায় মানোবাক্যে পবিএ তিনি সুফি।শব্দটির আর একটি অর্থ অকপটতা এই অর্থে কাব্যিক আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতা ও অকপটতার সাধন যারা করেন তারাই সুফি। ঐতিহাসিক এস.এ.এ রিজীভ তাঁর লেখা 'ইসলাম ইন মেডিয়াভেল' বলেছেন -Sufism Represent the imard or esoteric side of Islam. আর ঐতিহাসিক ইউসুফ হোসেনের মতে আসলে এই মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল মহম্মদ শীর্ষদের ইসলামিয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে।

সুফিবাদ হল এক বিস্ময়কর মতবাদ,যা কোরান ও হজরত মহম্মদের জীবনাদর্শের উপর ভৃত্তি করে গড়ে উঠলেও এই মতবাদে গ্রীক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আবার নামপন্থিদের অতীন্দ্রিয় ও রহস্যবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে সুফিবাদের মিল পাওয়া যায়। তাই ডঃ শ্রীবাস্তব সুফিবাদ নরমপন্থীদের ধ্যান ধারনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মলে করে।কঠিন ও কষ্টকর বজ্রসাধন এর মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ এর পথ সুফিরা ভারত থেকে গ্রহন করেছিল।তাছাড়াও সুফি বাদের মধ্যে প্রনায়ন,ধ্যান,চিল্লা তারা পালন করতেন। হজরত ছিলেন অতিন্দ্রিয়বাদী, তার সমর্থন কোরানে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় পারস্য উপসাগর ও ভারতের মধ্যে ব্যাবসা বানিজ্যের সূএ ধরে অতিন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে ইসলামের পরিচয় হয়।

খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর সিন্ধু আভিযান থেকেই আরব,ইরাক ও মধ্য এশিয়া থেকে ইসলাম প্রচারকরা ভারতে আসতে থাকেন। এরা ভারতে এসে মূলত চারটি সিলসিলায় বিভক্ত হয়ে যায়।এরা হলেন চিস্তিয়া,সুরাবর্দিয়া,নকসন্ধিয়া ও কাদিরিয়া এছাড়াও ফিরদৌসি নামে আরও একটি সিলসিলা ছিল। এদের বসবাস কৃত খানকা

গুলিতে দরিদ্র মানুষেরা বিনা পয়সায় খাওয়া দাওয়া ও আশ্রয় মিলত।এই গিষ্টিগুলির মধ্যে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির চিস্তিয়া ও সুরাবর্দিয়া সলসিলা গুলি ভারতে গুরুত্ব ছিল।মইনুদ্দিন চিস্তি ও নিজামুদ্দিন আওলিয়া ভারতে হিন্দু মুসলিম উভয়ের কাছে আজও জনপ্রিয় হয়ে আছেন।সুরাবর্দিয়ারা সরকারি বিভাগে চাকুরি করলেও চিস্তিয়ারা তা থেকে বিরত থাকতেন।

কোরান ও হাদিস এ পীর বা গুরুবাদের কোনো স্থান নেয়।গ্রীক,বৌদ্ধ,উপনিষদের প্রভাবে সুফি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে ইরাক,ইরান,মিশর ও মধ্য এশিয়ায়, যা পরবর্তীতে ভারতে গনধর্মরুপে ইসলাম ধর্মে আগমন করেছিল।কিন্তু ব্রাহ্মন্য ভারতে ইসলামের প্রভাব ও প্রবেশ সহজ হয়নি।মানুষের বিশ্বাস হয়েছিল এদের সুপারিশে পাপীদের পাপ ও দুখির দুঃখ মোচন হবে। আসলে ইসলাম একটি বিশ্বধর্ম হওয়ায় ,ইহুদী,জড়াতুষ্ট,খ্রীষ্টধর্ম,বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মিশ্রন ঘটেছিল।বহু লোক এই সব ধর্ম পরিত্যগ করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি ও এই ধর্মে প্রবেশ করেছিল যা স্বাভাবিক ব্যাপার। খ্রীষ্টানদের মতো তাদের ছিল দয়া, সেবাপরায়ন ও ধৈর্য। বৈষ্ণবদের ন্যয় নিত্যদ্বারা ঈশ্বর ভক্তি ও সনাতনদের মতো গুরু বাদে বিশ্বাসী।